দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৪ ...

# গ্রাম ও শহরের স্কুলের মধ্যে ফলাফলের ব্যবধান বাড়ছে

## গ্রামে মেধা থাকলেও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক কম

রাজ চৌধুরী

বাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার একটি উচ্চ ...্যালয় থেকে সাদমান (ছদ্মনাম) এসএসসি পাস করে ...ধানীর নটর ডেম কলেজে এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হয়ে ...মানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করছে। এর ...্য আরো শিক্ষার্থী রয়েছে যারা উচ্চ শিক্ষায় ভালো ...ফল করছে গ্রাম থেকে উঠে এসে। কিন্তু এদের সংখ্যা ...। পুরো উপজেলাজুড়ে প্রতি বছর এমন মেধাবী ক'জন ...লেও উপজেলা স্কুলের পাসের হার বেশ কম। অথচ রাজধানী কিংবা কোনো সিটি/পৌর এলাকার স্কুলের পাসের হার গড়ে ৭০ থেকে শতভাগ পর্যন্ত দেখা যায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গ্রামের স্কুলের শিক্ষার্থীরা মেধাবী হয় বটে কিন্তু স্কুলের পাসের হার নেহাতই কম। বিগত কয়েক বছরের চিত্রই বলে দেয়, প্রতি বছর শহরের স্কুলের ফলাফলের চেয়ে গ্রামের স্কুলের ফলাফলে ব্যবধান বাড়ছেই। জানা গেছে, শিক্ষাব্যবস্থাসহ অন্য সবকিছু শহরমুখী হয়ে পড়ার কারণে শিক্ষায় গ্রামগুলো পিছিয়ে পড়ছে। গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা উপকরণ পর্যাপ্ত নয়। পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ঠিকভাবে না দেয়া, শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক ও স্কুলের সংখ্যা কম। এ বছর দেশের সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেশী হলেও সার্বিক পাসের হার কমেছে। শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ হার কম। বিশেষ করে এবারের পরীক্ষায় গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। ফলাফলের দি... দিয়ে শহরের তুলনায় গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনে... পিছিয়ে পড়েছে। জিপিএ-৫ এর সংখ্যা কমেছে। ফেল ক... পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এর

পৃঃ ১০-ক...

### গ্রাম ও শহরের স্কুলের মধ্যে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ফলে পাসের হারও কমেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষক আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এ বছর পরীক্ষায় পাসের হার কমেছে। শতভাগ বেতনের দাবী নিয়ে গত বছরের মাঝামাঝি শিক্ষকরা রাজপথে নামেন। তারা নানাধর্মী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এ কারণে দেশের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময় স্কুলে ক্লাস, পরীক্ষা ঠিকমতো না হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি বাধাগ্রস্ত হয়। একাধিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, এ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের নানা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে লেখাপড়া করতে হয়েছে। যে কারণে পরীক্ষায় পাসের হার কমেছে।

অভিযোগ রয়েছে, গত বছর জোট সরকারের শেষকালে নির্বাচনকে সামনে রেখে মন্ত্রী-এমপিগণ এসএসসি'র ফলাফল বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তখন পরীক্ষকদের নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যে কারণে গত বছর রেজাল্ট এ বছরের চেয়ে ভালো হয়েছিল। কিন্তু এবার এ ধরনের কোন পরিস্থিতি না থাকায় গতবারের চেয়ে পাসের হার কমে গেছে।

২০০৬ সালের ৭টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৯ দশমিক ৪৭ ভাগ। এ বছর পাসের হার কমে গিয়ে ৫৭ দশমিক ৩৭ ভাগ হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ ৯টি শিক্ষা বোর্ডেও গড় পাসের হার কমেছে। গত বছর নয় বোর্ডে গড় পাসের হার ছিল ৬২ দশমিক ২২ শতাংশ। এ বছর নয় বোর্ডে পাসের হার ৫৮ দশমিক ৩৬।

গ্রামের স্কুলগুলোর ফলাফল খারাপ হওয়া প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গ্রামের পড়াশোনার সঙ্গে শহরের পড়ার মানের পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমতা আনার উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় ও সামাজিকভাবে এ কাজ করতে হবে। তিনি ফলাফল ভালো না হওয়ার পেছনে সামাজিক বৈষম্যকে দায়ী করেন।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল শাহান আরা বেগম বলেন, গ্রামের স্কুলগুলোতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সঠিক সময়ে সঠিক বিষয় সম্পন্ন করতে পারে না। যে কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফল খারাপ হচ্ছে। এছাড়া গ্রামের তুলনায় শহরের অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে বেশী সচেতন। ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ফাঁকি দেয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।